আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১৩

বিশেষ ক্রোড়পত্র ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ▪ ১৩ আশ্বিন ১৪২০

অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ◆ সহযোগিতা : তথ্য অধিদফতর, তথ্য মন্ত্রণালয়

বাণী

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও 'আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

বিশ্বায়নের বর্তমান যুগে তথ্য-প্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। সঠিক তথ্য অমূল্য সম্পদ, তথ্যই শক্তি। সহজে ও সুলভে সঠিক তথ্য প্রাপ্তি ও ব্যবহার প্রত্যেক মানুষের নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার। সরকার জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে বদ্ধপরিকর। সরকারের এ সদিচ্ছা ও অঙ্গীকার 'রূপকল্প-২০২১' এ সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রেক্ষিতে দেশে 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' ও 'তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন ২০১১' প্রণীত হয়েছে এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের তথ্য অধিকার ও তথ্য সেবা নিশ্চিত করতে সরকার নানাবিধ প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি নতুন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল, রেডিও ও কমিউনিটি রেডিও এবং সাড়ে চার হাজার ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে জেনে আমি খুশি হয়েছি। আমি আশা করি এর মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে এবং উন্নয়ন কার্যক্রম আরো গতিশীল হবে। আমি বিশ্বাস করি, 'তথ্য জানার অধিকার' পালনের মাধ্যমে তথ্য প্রাপ্তি সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা আরো বৃদ্ধি পাবে এবং দেশে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত হবে।

আমি 'তথ্য জানার অধিকার দিবস-২০১৩' এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

বাণী

মন্ত্রী
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য কমিশনের উদ্যোগে দেশব্যাপী ২৮ সেপ্টেম্বর "আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস"টি ব্যাপকভাবে পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতাকে নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তথ্য অধিকারকে জনগণের ক্ষমতায়নের একটি কার্যকর মাধ্যম এবং জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা সম্ভব বলেও বিবেচনা করা হয়ে থাকে। আর তথ্য অধিকারের মাধ্যমে এ সুফলগুলো নিশ্চিত করা গেলে সমাজের দুর্নীতি বহুলাংশে হ্রাস পাবে ও দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমি মনে করি।

এরূপ একটি ধারণা থেকেই ২০০৯ সালে সংসদের প্রথম অধিবেশনে বর্তমান সরকার তথ্য অধিকার আইন পাস করে ঐতিহাসিক একটি দায়িত্ব পালন করেছে। প্রতি বছর ২৮ সেপ্টেম্বর সারাবিশ্বে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস হিসেবে পালিত হওয়ায় আমাদের দেশে এ আইনের গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি হ্রাস করার আন্তরিক সদিচ্ছা ও বাসনা থেকে সরকার এ সাহসী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। যদিও তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের প্রাথমিক দায়িত্ব তথ্য কমিশন বা সরকারের, তথাপি বেসরকারি সংস্থা ও নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া এর পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। দেশে বিরাজমান তথ্য অধিকারের সুফল পেতে সর্বস্তরের জনগণকে এ আইন এবং এর প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে হবে এবং এর মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতায়নের পথ সুগম করতে এগিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে আইনটির ব্যাপক প্রচার-প্রসার ও বাস্তবায়নে আমাদের প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

সরকারের আন্তরিকতায় তথ্য কমিশন তাদের সীমিত শক্তি নিয়ে হলেও একে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে এবং জনগণের তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিরাজমান বাধাসমূহ দূর করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে, যা নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। তথ্য কমিশন তথ্য বঞ্চিত জনগণের অভিযোগ আমলে নিয়ে নিয়মিত শুনানির মাধ্যমে তাদের তথ্য প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করে যাচ্ছে যা জনমনে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। সর্বস্তরের জনগণ তথ্য কমিশনের হাতকে আরো শক্তিশালী করবে তবেই আইনটির পূর্ণ সার্থকতা আসবে।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

হাসানুল হক ইনু এমপি

তথ্য কমিশনের কার্যক্রমের অগ্রগতি ও প্রতিবন্ধকতা

মোহাম্মদ আবু তাহের

প্রায় আড়াইশ' বছর (১৭৬৬) পূর্ব থেকে বিশ্বের অনেক দেশে বিভিন্ন নামে তথ্য অধিকার আইনের প্রচলন থাকলেও বাংলাদেশে আইনটির প্রচলন হয় ২০০৯ সালের ১ জুলাই থেকে। সকল শ্রেণি-পেশার জনগণের দীর্ঘদিনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবং গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক ইচ্ছায়, তদানীন্তন তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক ২০০৮ সালের ২০ অক্টোবর জারিকৃত তথ্য অধিকার সংক্রান্ত অধ্যাদেশটি আইনে পরিণত হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জারিকৃত ১২২টি অধ্যাদেশের মাঝে মাত্র ৩২টি অধ্যাদেশকে আইনে পরিণত করা হয়। তন্মধ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর অবস্থান ২০তম। তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত বিশ্বপরিবারে বাংলাদেশের অবস্থান ৭৬তম। তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিশ্বমূল্যায়নে অবস্থান ১১তম।

রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করার লক্ষ্যে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান, রাষ্ট্রীয় অর্থ ও সম্পদ ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিরূপণ, দুর্নীতি হ্রাসকরণ, সুশাসন ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর মুখ্য উদ্দেশ্য। এ সকল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বল্পসময়ের মাঝে কমিশনের অর্জিত অভিজ্ঞতা, সাফল্য ও সমস্যাদি নিয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে।

তথ্য কমিশনকে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রশাসনিক ও আর্থিক সমস্যাদি সমাধানে ব্যয় করতে হয়েছে প্রায় দেড় বছর। অফিসের স্থান সংকুলান, আর্থিকসংস্থান ও জনবল নিয়োগের জন্য যথেষ্ট সময় ব্যয় হয়েছে। একই সাথে প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচি ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বিধি-বিধান প্রণয়ন করতে হয়েছে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রচারণা, প্রকাশনা, প্রশিক্ষণ ও বিচার কার্যক্রমকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

প্রচারণা

প্রচারণার অংশ হিসাবে উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে এ পর্যন্ত ৮১টি জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধিগণের সাথে ২৯টি মতবিনিময় সভা-কর্মশালার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে নবম ও দশম শ্রেণি পর্যায়ে পাঠ্যক্রমে (সিলেবাস) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২০১০ সালে কমিশনের নিজস্ব ওয়েবসাইট উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রতি সপ্তাহে গড়ে বিশ্বের ৩২টি দেশ থেকে ২,১১৯ জন কমিশনের ওয়েবসাইট ভিজিট করে থাকে। তন্মধ্যে গড়ে ১,৮২৫ জন থাকে ইউনিক ভিজিটর। দুইটি মোবাইল ফোন কোম্পানির সাথে সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে বিনামূল্যে তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত প্রায় ৭০ কোটি এসএমএস এবং ২৫,৩৮৩ মিনিটের টেলিভিশন স্ক্রল বার্তা প্রেরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে গ্রামীণ ফোন কর্তৃক ৬৩ কোটি (৯০%), অবশিষ্ট ৭ কোটি (১০%) এসএমএস রবি কর্তৃক প্রেরণ করা হয়েছে। বিদেশিদের মাঝে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে প্রচারণা ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন রাষ্ট্রদূত ও উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে মতবিনিময় সভা করা হয়েছে।

প্রকাশনা

প্রচারণা ক্ষেত্রে উপরোল্লিখিত ব্যবস্থাদি ছাড়াও কমিশন কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন, বিধি-বিধান, ম্যানুয়েল, বার্ষিক প্রতিবেদন, কেইস ডিসিশন, বুকলেট, লিফলেট ইত্যাদি বিষয়ে ১৮টি প্রকাশনা তৈরি করে জনগণের মাঝে বিতরণ ও বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের সুবিধার্থে ব্রেইল পদ্ধতিতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ছাপানো হয়েছে।

প্রশিক্ষণ

মন্ত্রণালয় থেকে ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ থেকে এ পর্যন্ত মাত্র ১৪,২৫০ জন তথ্য সরবরাহকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে ১০,৫৯৩ জন সরকারি এবং ৩,৬৫৭ জন বেসরকারি (এনজিও)। এই সংখ্যা অত্যন্ত অপ্রতুল বলে প্রতীয়মান হয়। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অপ্রতুল প্রচারণার কারণে এই সংখ্যা কম হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সর্বমোট ৬,৭০০ জন সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ৩টি মন্ত্রণালয় ও তাদের অধীনস্থ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তথ্য কমিশন, এফএনএফ ও ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির যৌথ প্রচেষ্টায় ঢাকা মহানগরীর ৪০৫ জন সাংবাদিককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণ ছাড়াও বিপিএটিসি, বিএআরডি (বার্ড), বিআইএএম, জেএসটিআই, এনডিসি, পিএসসি, এনপিআই, পিআইবি, এনআইএলজি, বিআইএম, আইএফবি, এনএইএম, এনএপিডি, এনএসডব্লিউএ, বিসিএস (প্রশাসন) একাডেমি, আরপিএটিসি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজস্ব উদ্যোগে ও কমিশনের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) পর্যায়ে এমজেএফ, ব্র্যাক, এফএনএফ, এমআরডিআই, বিএনএনআরসি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

বিচারিক কার্যক্রম

অভিযোগকারীগণ কর্তৃক এ পর্যন্ত ৪৫২টি অভিযোগ তথ্য কমিশনে দাখিল করা হয়েছে। তন্মধ্যে পূর্ণাঙ্গ শুনানির মাধ্যমে ২১১টি রায় বা সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে। ১৯৭টি অভিযোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ২৩টি অভিযোগ তথ্য অধিকার আইনের অধিক্ষেত্রভুক্ত না হওয়ায় বাতিল করা হয়েছে। ২১টি অভিযোগ শুনানির জন্য বর্তমানে বিবেচনাধীন রয়েছে। তথ্য অধিকার আইনানুযায়ী দোষী প্রমাণিত হওয়ায় ২জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জরিমানা করা হয়েছে এবং ১৫ জনকে তিরস্কার করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত ১০ জন আপিল কর্মকর্তাকে আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে।

তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও তথ্য সরবরাহকরণ

বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য প্রাপ্তির জন্য বিগত ৩ বছরে ৪৯,৬৯৩টি আবেদন পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে ৪৮,৭৫০টি তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। তথ্য সরবরাহের হার ৯৭.৭১% ভাগ। তথ্যের মূল্য বাবদ ৬৬,২৫,৪৪৯.০০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতির সাথে সাথে কিছুসংখ্যক প্রতিবন্ধকতাও লক্ষ্য করা গেছে। আইনানুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না দেয়া, অপ্রতুল প্রচারণা, অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক তথ্য গোপন করার প্রায় ১০০ বছরের পুরাতন সংস্কৃতি, আবেদনকারীগণের নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট সশরীরে আবেদন করার অনীহা, তথ্য প্রাপ্তির পর বারবার 'না-দাবি' দেয়ার প্রবণতা, আইনি দুর্বলতা, বিচার কার্যক্রম ও প্রশাসন সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা ইত্যাদি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিরাট অন্তরায় হিসেবে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

পরিশেষে, স্বল্প সময় এবং শত প্রতিকূলতার মাঝেও বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক। পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন যথাযথ পরিচর্যা (নার্সিং) ও নিয়মিত মূল্যায়ন। আইনি দুর্বলতাসহ সকল সমস্যাদি সমাধানপূর্বক সকল শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিসহ প্রশাসন, জনগণ ও জনপ্রতিনিধিগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইনকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব বলে আমার বিশ্বাস।

লেখক: তথ্য কমিশনার ও সাবেক সচিব

বাণী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ "আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস" পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

গণতান্ত্রিক অধিকার, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে দৃঢ় অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার জনগণের তথ্য জানার অধিকারকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই আমরা 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' পাস করি। এ আইন অনুযায়ী তথ্য কমিশন গঠন করি। এর ফলে জনগণ ও গণমাধ্যমের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তির অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জনগণের ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত হয়েছে। আমরা জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট 'তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন ২০১১' প্রণয়ন করেছি। এর মাধ্যমে দুর্নীতি সংঘটন সম্পর্কিত ঘটনার সংবাদদাতাদের সুরক্ষা নিশ্চিত হয়েছে।

দেশে গণমাধ্যমের বিকাশ ও অগ্রযাত্রায় আওয়ামী লীগ সরকার সবসময়ই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। গত মেয়াদে আমরাই প্রথম বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চালুর অনুমোদন দেই। দেশে গণমাধ্যমের বিকাশে যা ছিল এক স্বর্ণালি অধ্যায়। এবার আমরা নতুন ১৬টি টেলিভিশন ও ৭টি রেডিও চ্যানেলের অনুমোদন দিয়েছি। সংসদ টেলিভিশন চালুর ফলে গণমানুষের কাছে সংসদ কার্যক্রম পৌঁছানো অত্যন্ত সহজ হয়েছে। দেশের গণমাধ্যম এখন পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে।

প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও দপ্তরসমূহে নিজস্ব ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে। ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ হ্রাসের ফলে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা সাড়ে তিন কোটিতে উন্নীত হয়েছে। দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু করেছি। মানুষের দোরগোড়ায় সহজে তথ্য প্রাপ্তির সকল সুবিধা আমরা পৌঁছে দিয়েছি। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে আজ আমরা অনেক দূর এগিয়েছি।

আমি আশা করি, দিবসটি পালনের মাধ্যমে জনগণের তথ্য জানার অধিকার আরও সুসংহত হবে। গণতন্ত্র ও সুশাসন আরও সুদৃঢ় হবে। আমি এ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

বাণী

প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন, ঢাকা

বিশ্বে তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত নেতৃবৃন্দ বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়াতে ২০০২ সালে এক সভায় মিলিত হয়ে ২৮ সেপ্টেম্বরকে তথ্য জানার অধিকার দিবস হিসেবে পালন করার প্রস্তাব করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৩ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর প্রথম আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়।

স্মর্তব্য যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক। তথ্য অধিকার জনগণের ক্ষমতায়নের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। তাই জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা আবশ্যক। এ উপলব্ধি থেকেই বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে ৯ম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস হয় এবং ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ হতে আইনটি কার্যকর হয় এবং একই দিনে আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশন গঠিত হয়।

উল্লেখ্য, কমিশনের ওয়েবপোর্টাল স্থাপনসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, আইনের বিষয়ে জনউদ্বুদ্ধকরণ সভা, কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণসহ জনগণের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কমিশন যাবতীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

এই আইনের সঠিক প্রয়োগের ফলে সরকার ও জনগণের মাঝে সেতুবন্ধন রচিত হচ্ছে। রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত যত নতুন আইন তৈরি হয়েছে তার মধ্যে এ আইনটিই রাষ্ট্রের ওপর জনগণের কর্তৃত্ব স্থাপনের সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত। বিশেষ করে সমাজের সকল স্তরের মানুষের পাশাপাশি সবচেয়ে অবহেলিত, বঞ্চিত ও পিছিয়ে থাকা মানুষেরা যাতে তাদের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে পারে এবং নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটাতে পারে সেক্ষেত্রে এ আইনটি সবচেয়ে যুগোপযোগী ভূমিকা পালন করছে।

দুর্নীতি দমনের কৌশল হিসেবে তথ্য অধিকার আইনের প্রচলন সারাবিশ্বে শুরু হয়েছে। এটি এমন একটি আইন যা প্রয়োগ করে জনগণ রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সুফল ভোগ করতে পারে। জনগণকেই এ আইনটি প্রয়োগ করতে হবে, প্রয়োগ করতে শিখতে হবে এবং জানতে হবে। আমরা তথ্য কমিশন থেকে এ বিষয়ে জনগণকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। আইনটি বাস্তবায়নের জন্য প্রচার কৌশল একটি চলমান প্রক্রিয়া।

আমি বিশ্বাস করি, এ আইনের সফল বাস্তবায়নে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা গোপনীয়তার মনন ভেঙ্গে জনমুখী সংস্কৃতি গড়ে উঠবে। জনগণ ক্ষমতায়িত হবে এবং রাষ্ট্রে জনগণের মালিকানা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। এক্ষেত্রে আইনটি সম্পর্কে জানা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার অস্ত্র হিসেবে আইনটিকে ব্যবহার করাই হলো বড়ো চ্যালেঞ্জ এবং এ চ্যালেঞ্জ সফলভাবে উত্তরণের মধ্যেই রয়েছে আইনের প্রত্যাশিত অর্জন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জনগণের সমর্থন এবং আন্তরিকতায় এ আইনটি প্রতিষ্ঠালাভ করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। তথ্য কমিশনের এ দীর্ঘ পথচলায় সবার সার্বিক সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

মোহাম্মদ ফারুক

তথ্য জানা জনগণের অধিকার

অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম

বর্তমান যুগে তথ্য বিভিন্ন স্তরের জনগণকে ক্ষমতায়ন করে। জনগণের সামাজিক, রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক, এমনকি পারিবারিক জীবনেও তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আজ ২৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস। বাংলাদেশের ন্যায় বহু রাষ্ট্রে তথ্য অধিকার আইন আছে। তাই তথ্যের অবাধ প্রবাহ একটি জাতিকে শক্তিশালী করতে পারে। বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশে দুর্নীতির রাহুগ্রাস থেকে মুক্তির জন্য তথ্যের উন্মোচন অপরিহার্য। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য তথ্যের অবাধ প্রবাহ প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করে। আইনটি গণতন্ত্রের বিকাশ ও মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে।

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৪-এ বলা হয়েছে— "কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকবে এবং নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে"। তথ্য অধিকার আইনের লক্ষ্য হচ্ছে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে দুর্নীতি প্রতিরোধ, দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা এবং গণতন্ত্রকে সুসংহত রাখা। তাই বলা যায়, এ আইন ক্ষমতাবানদের ওপর তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। একজন নাগরিক তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারায় বর্ণিত তথ্য ব্যতীত অন্য সকল সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত এনজিওর কাছে নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করে তথ্য চাইতে পারেন। তেমনিভাবে ধারা ৩২-এ ৮টি গোয়েন্দা সংস্থা কোনো তথ্য প্রদান করবে না কিন্তু দুর্নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত তথ্য প্রদানে বাধ্য। তথ্য প্রদানকারী (ধারা ৯) কর্তৃক তথ্য প্রদানে অনীহা আইনের লঙ্ঘন এবং তথ্যপ্রার্থী সেক্ষেত্রে আইনি প্রতিকার চাইতে পারেন। বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে তথ্য অধিকার আইনের মধ্যে সম্পৃক্ত করা হয়নি। উন্নত এবং অনুন্নত বিশ্বের বেশ কিছু দেশে এদের বাদ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন প্রাইভেট সেক্টর বাংলাদেশের সম্পদ ও জনগণ নিয়ে কাজ করে। জনগণও বহুজাতিক কোম্পানির কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হতে চায়। কেননা সংবিধানের সপ্তম অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, "জনগণই হবে প্রজাতন্ত্রের মালিক" সে অর্থে অবশ্যই বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালার মাধ্যমে তথ্য উন্মোচন করতে হবে। সমাজের সর্বস্তরে তথ্য অধিকার এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা অবশ্যই পৌঁছাতে হবে।

বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশ যেমন: বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কায় অধিকাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। বর্তমানে তথ্য কমিশনে দাখিলকৃত অভিযোগগুলোর সিংহভাগই আসছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিকট হতে যারা মূলত রিইব, নাগরিক উদ্যোগ, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, নিজেরা করি প্রভৃতি এনজিওর সহযোগিতায় অভিযোগ পেশ করে। এছাড়া রয়েছেন সাংবাদিক, অ্যাডভোকেট, পরিবেশ কর্মী, এনজিও কর্মী, ছাত্র, চাকরিচ্যুত কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী, ব্যবসায়ী, গৃহিণীসহ বিভিন্ন পেশার লোকজন। কিন্তু দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিজস্ব উদ্যোগে এ আইনের সুফল ভোগ করতে এখনো পারছেন না। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, কীভাবে তাদের কাছে তথ্য পৌঁছে দেওয়া যায়। এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, বাংলাদেশে অধিকাংশ লোকের ইন্টারনেটে প্রবেশগম্যতা নেই।

বাংলাদেশের মতো অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশেও একই অবস্থা বিরাজমান। সঠিক তথ্য লাভে ইন্টারনেট একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দরিদ্র মানুষের ইন্টারনেটে অভিগম্যতা নেই। তাই তথ্য জানার ক্ষেত্রে রেডিও, টিভি, সংবাদপত্র প্রকাশনা, নাগরিক সনদ, বিলবোর্ড, জনপ্রিয় থিয়েটারের মাধ্যমে আরো বৃহৎ পরিসরে সচেতনতামূলক ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তথ্য কমিশনের তথ্য বাতায়ন উদ্বোধনকালে বলেন, 'তথ্য অধিকার দরিদ্র, প্রান্তিক এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের উন্নয়ন নিশ্চিত করবে'। তথ্য অধিকার আইনটি বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রয়োজন। বিশেষ করে দেশের উন্নয়নকল্পে এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থে গণসচেতনতা সৃষ্টি করাই তথ্য অধিকার আইনের মূল উদ্দেশ্য। তাই এ লক্ষ্যেই তথ্য অধিকার আইন কাজ করে যাচ্ছে। (লেখক: তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন)।

ডিএফপি নং- ০২-২৬/০৯/২০১৩